দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম ...৫...

ভালুকা (ময়মনসিংহ): উপজেলার কাতলামারী উচ্চ বিদ্যালয়ে জরাজীর্ণ শ্রেণিকক্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা -ইত্তেফাক

ভালুকায় কাতলামারী স্কুলের করুণ অবস্থা

■ ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

বৃষ্টি শুরু হলেই ক্লাস বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের জড়ো হতে হয় অন্য কক্ষে। রোদের হাত থেকেও রেহাই নেই। ভ্যাপসা গরমে ঘামে ভিজতে হয়। এভাবেই করুণ অবস্থায় চলে আসছে ভালুকা উপজেলার ডাকাতিয়া ইউনিয়নের কাতলামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

সংশিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি ২০০০ সালে এমপিওভুক্ত হয়। পরে ২০০৬ সালে ৯ম-১০ম শ্রেণির অনুমতি ও ২০০৯ সালে স্বীকৃতি লাভ করে। বিদ্যালয়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন সাতজন। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত এ সীমিত শিক্ষক দিয়েই চালানো হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম। বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩শ' ৬১জন। শিক্ষক সংকট যেমন রয়েছে তার চেয়ে বড় সমস্যা অবকাঠামোগত। ওয়ার্ল্ড ভিশনের(এনজিও) নির্মাণ করে দেওয়া বিল্ডিংটির তিনটি কক্ষের মধ্যে একটি শিক্ষক মিলনায়তন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্য দুটি নবম ও দশম শ্রেণির ক্লাস নেওয়া হলেও ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির ক্লাসগুলো নেওয়া হয় প্রতিষ্ঠালগ্নের টিনের বেড়া ও ছাউনি করা ১শ' ফিটের ঘরটিতে। দীর্ঘদিনের ওই ঘরটি এখন ব্যবহার অনুপযোগী। টিনের বেড়াও যেমন বিভিন্ন স্থানে ভেঙে ফাঁকা হয়ে আছে, তেমনি উপরের ছাউনির অবস্থা আরো বেহাল। ঘরের ছাউনি ও বেড়া দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ায় উপর ও নিচ দুইদিকই মোকাবিলা করতে হয় শিক্ষার্থীদের।

প্রধান শিক্ষক ফাতেমা খাতুন জানান, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ মো. গোলাম মোস্তফা ২০১৫ সালে ১শ' ফিট টিনের ঘরটির প্রায় ৪০ফিট সংস্কার করার ব্যবস্থা করেন। চলতি বছর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. কামরুল আহসান তালুকদার বিদ্যালয়ে একটি টিউবওয়েল ও স্যানিটেশ দেন। বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা দেখে কক্ষ সংস্কারের বিষয়েও তিনি আশ্বস্ত করেন। বর্তমানে বিদ্যালটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন জরুরি।

ভালুকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. কামরুল আহসান তালুকদার জানান, বিদ্যালয়টির সমস্যা সমাধানকল্পে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।